প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: কোন বিভাগে কতজনের আবেদন?

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সম্প্রতি আবেদন গ্রহণ করা হয়। ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদের বিপরীতে এবার আবেদন করেছেন ১৩ লাখ ৯ হাজার ৪৬১ জন। ফলে একটি পদের জন্য চাকরিপ্রত্যাশীর সংখ্যা হলো ৪০ জন। এখন আসুন জেনে নিই, কোন বিভাগে কতজন আবেদন করেছেন?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) সূত্রে জানা গেছে, এবার বিভাগভিত্তিক সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে ঢাকা বিভাগে। সবচেয়ে কম আবেদন সিলেট বিভাগে।

সূত্র জানায়, এবার ঢাকা বিভাগে আবেদন পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৬১৯টি, রাজশাহীতে ২ লাখ ১০ হাজার ৪৩০, খুলনায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮০৩, ময়মনসিংহে ১ লাখ ১২ হাজার ২৫৬, চট্টগ্রামে ১ লাখ ৯৯ হাজার ২৩৬, বরিশালে ১ লাখ ৯ হাজার ৩৪৪, সিলেটে ৬২ হাজার ৬০৭ এবং রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৬৬টি আবেদন পড়েছে।

গত ২৫ অক্টোবর অনলাইনে আবেদন শুরু হয়। শেষ হয় ২৪ নভেম্বর।

এমপির স্বাক্ষরে কমিটি, আওয়ামী লীগ বলছে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী

দলীয় গঠনতন্ত্র অমান্য করে ঢাকা-৫ আসনের এমপি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন। গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজে জড়িত থাকায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী এ কমিটি অবৈর্ধ, গঠনতন্ত্র পরিপন্থী জানিয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তবে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু এটাকে উন্নয়ন কমিটি দাবি করে বলেছেন, আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করা হবে।

জানা গেছে, গত ১২ নভেম্বর উপনির্বাচনে ঢাকা-৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বিজয়ী হন। এরপর থেকেই প্রয়াত সংসদ সদস্য (এমপি) হাবিবুর রহমান মোল্লার অনুসারীদের কোণঠাসা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি বিএনপি-জামায়াতের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ‘এমপি লীগ’ গঠনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর। দলের গঠনতন্ত্রে না থাকলেও তিনি ডেমরা থানার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন।

৩০ নভেম্বর এমপি স্বাক্ষরিত কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে আবদুল আজিজ প্রধানকে। চারজন যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় জয়নাল আবেদীন, চাঁন মিয়া, নাজির আহমেদ চৌধুরী ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে। সদস্য সচিব করা হয়েছে হাজী সামসুদ্দিন খানকে। তিনজনকে করা হয়েছে যুগ্ম সদস্য সচিব। তারা হলেন, শাহাদাত হোসেন মোল্লা, আবদুর রব ও আজিজুর রহমান। এই কমিটি গঠনের পর থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ঢাকা-৫ আসনের এমপি ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদনের তথ্য পেয়েছি। একজন এমপি কোনোভাবেই ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন দিতে পারেন না। এটা গঠনতন্ত্রবিরোধী ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। ঢাকা মহানগরে ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন কেবল মাত্র মহানগরের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট থানার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক অনুমোদন করে থাকেন। এখানে গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আসলে ওটা আওয়ামী লীগের কমিটি নয়, উন্নয়ন কমিটি। আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করব।’ ‘প্যাডে লেখা আওয়ামী লীগ’ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লেখাটা ভুল ছিল। ওদের বলেছি, সংশোধন করে নিয়ে আসতে।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মহানগরের একাধিক নেতা জানান, রাজধানীতে ১৮ জন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, কেউ এমপি লীগ বা উন্নয়ন কমিটি গঠন করেনি। কাজী মনিরুল ইসলাম এমপি হয়েই দীর্ঘদিন ধরে যারা দল করছেন কিন্তু অন্যের অনুসারী ছিলেন তাদের কোনঠাসা করার মিশনে নেমেছেন। এতে করে দলের অভ্যন্তরে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

হেফাজতে ইসলামের দ্বন্দ্ব চরমে, পুরো দেশে বিভক্ত কওমিরা

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মরহুম আমির আল্লামা আহমদ শফী ও বর্তমান আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর অনুসারীদের দ্বন্দ্ব এখন চরমে। আল্লামা শফীকে হত্যার অভিযোগে চট্টগ্রামের একটি আদালতে বাবুনগরী অনুসারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর প্রকাশ্যে নেমেছেন দুই নেতার অনুসারীরা। তারা একে অপরকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে কওমি অঙ্গনেও। ফলে পুরো দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কওমি মতাদর্শীরা।

হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, ‘হত্যার অভিযোগে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। আল্লামা শফীর মৃত্যুর আগে হাটহাজারী মাদরাসায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এ মামলা নিয়ে আমরা বিচলিত নই। আইনিভাবে তা মোকাবিলা করা হবে। ষড়ন্ত্রকারীদেরও প্রতিহত করা হবে।’

আল্লামা আহমদ শফীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে হত্যা করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত হুজুরের লাখো ভক্ত অনুসারী এবং ছাত্ররা মাঠে থাকবে। এ হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠ ছাড়ব না।’

জানা যায়, হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীর ইন্তেকালের পর থেকে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে- এমন দাবি করে আসছে পরিবার ও তার অনুসারীরা। ঢাকা-চট্টগ্রামে একাধিক সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতিও দিয়েছেন বাবুনগরীর অনুসারীরা। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নামে দুই গ্রুপ। এর জেরে সম্প্রতি ঘোষিত হেফাজতে ইসলামের কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় প্রভাবশালী কয়েক নেতাকে। যার মধ্যে আল্লামা আহমদ শফীর ছেলে আনাস মাদানীও রয়েছেন।

ওই কমিটি গঠনের পর পর পাল্টা কমিটি গঠনের ঘোষণাও দেয়

বঞ্চিতপক্ষ। তারা দেশের শীর্ষ আলেমদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সবশেষ গত বুধবার চট্টগ্রামে একটি আলোচনা সভায় আল্লামা আহমদ শফীকে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ করেন তাঁর অনুসারী হিসেবে পরিচিতরা। এরপর শফীর শ্যালক বাদী হয়ে আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ‘গত ১১ সেপ্টেম্বর বিকালে ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগর এলাকায় মামুনুল হকসহ কয়েকজন আল্লামা আহমদ শফীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ১৬ সেপ্টেম্বর আসামি ও তাদের সহযোগীরা হাটহাজারী মাদরাসায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি গ্রুপ মাদরাসার বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর করে।

১৭ সেপ্টেম্বর আসামিরা আল্লামা আহমদ শফীর কক্ষ ভাঙচুর করে আল্লামা শফীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং অক্সিজেন খুলে নেয়। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স প্রায় এক ঘণ্টা আটকিয়ে রাখা হয়। আসামিরা পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে খুন করে।’

টেকনোলজি ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে-

গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঝিনাইদহে ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক এফএনএফ নামের একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কারখানা পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্বের যে সমস্ত দেশ করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করেছে তাদের কাছ থেকে টেকনোলজি ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে এনে করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে।

এ বিষয়ে ওই সব দেশের কোম্পানীগুলোর সাথে কথা চলছে বলে জানিয়েছেন ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান।
তিনি বলেন, আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীর করোনা ভ্যাকসিন তৈরির সক্ষমতা আছে। টেকনোলজি

ট্রান্সফার করা হলেই দেশে উৎপাদনের কাজ শুরু হবে।

মহাপরিচালক আরও বলেন, দেশের ঔষধের গুণগত মান ধরে রাখতে হবে। এজন্য ঔষধ প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। সাব স্ট্যান্ডার্ড ঔষধ যেন কেউ উৎপাদন করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা সচেতন আছি। নকল ও ভেজাল ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন বন্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে ঔষধ প্রশাসনের উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এন হাইজিন বিভাগের প্রফেসর ড. বাহানুর রহমান, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ড.গিয়াস উদ্দিন, উপ-সচিব গিয়াস উদ্দিন, সারোয়ার হোসেন, এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মকলেছুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম ফোটনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সামরিক সচিবরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ভোর ৬টা ৩৪ মিনিটে ৩১বার তোপধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে না।

পর্যায়ক্রমে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

একে একে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা

গভীর রাতে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের বাসভবনে হামলা

বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের গোপিবাগের বাসভবনে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময়, বাসায় তেমন কোন লোকজন না থাকায় হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও বাসভবনের গ্লাস ভাঙচুর করা হয়েছে। ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে বাসার গ্লাস ও বাসার সামনের পোস্টার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

তবে, কে বা কারা হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে এসেছিল হামলাকারীরা।

তারা বলছেন, আনুমানিক রাত ২ টার পরপরই প্রায় ১ থেকে দেড়’শ মোটর সাইকেলের বহর আসে গোপীবাগের ২য় লেনে। এরপর সেখান থেকেই আকস্মিকভাবে হামলা চালায় তারা।

এ সময় ইট পাটকেল ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীরা হেলমেট পড়া অবস্থায় থাকায় তাদের চেনা যায়নি বলেও জানান তারা।

হামলার সময় ইশরাক হোসেন এ বাসায় ছিলেন না।

আজ মহান বিজয় দিবস

আজ মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য এবং

বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের এই দিনে বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

তবে এক দিনেই আমরা বিজয় অর্জন করিনি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী লড়াই। যে লড়াইয়ে লাখো প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের আজকের দিনে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। জাতি আজ গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করবে সেইসব শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

স্মরণ করবে সেইসব বীর সেনানীদের যারা শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি দেশ উপহার দিয়েছেন। যেসব নর-নারীর সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সম্মান জানানো হবে। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি উদযাপনের সর্বাত্মক প্রস্ততি নেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভকারী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে টালবাহানা শুরু করে শাসকগোষ্ঠী। ফলে ক্ষোভে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। একাত্তরের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ‘এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’ জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহাকে প্রবল করে তোলে।

ঢাকা যখন অগ্নিগর্ভ, তখন পাকিস্তানি শাসকচক্র আমাদের মুক্তির স্পৃহাকে দমনের পথ বেছে নেয়। রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষ হত্যার মাধ্যমে জন্ম দিল ২৫ মার্চের কালরাত্রি। এরপরই চূড়ান্ত হয়ে যায় আমাদের পৃথক পথচলার যাত্রা। ওদের সঙ্গে আর নয়। ২৬ মার্চ থেকে শুরু হলো চূড়ান্ত লড়াই। দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তি সংগ্রামের পর পরাজয় মেনে নেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

কর্মসূচি :
ঢাকায় ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করা হবে। তবে করোনা মহামারির জন্য এবারের সব আয়োজন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে বলে জানা গেছে। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

বিজয় দিবস সরকারি ছুটির দিন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। রাজধানীসহ দেশের বড় শহরগুলোর প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপ জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় করা হয়েছে আলোকসজ্জা। হাসপাতাল, কারাগার ও এতিমখানাগুলোতে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। সংবাদপত্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে, বেতার ও টিভি চ্যানেলগুলো সম্প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

আওয়ামী লীগ’র কর্মসূচি :
আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্য রয়েছে, ভোরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৯ টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। ১০টায় ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। সকাল সাড়ে ৯টায় টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, জিয়ারত, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল।

এদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনাসভা আজ বিকাল ৩টায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় পার্টি-জেপি’র কর্মসূচি :
মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি-জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি এবং দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আজ সকাল সাড়ে ৬টায় জেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সব দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ৮টায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। বাদ জোহর মসজিদে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হবে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যয় নির্ধারণ করবে মন্ত্রণালয়

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের শিক্ষা ব্যয় নির্ধারণ করে দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালা আগামী বছর থেকে বাস্তবায়ন হতে পারে।

শনিবার (১২ ডিসেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বলেন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় এবং আদায়কৃত অর্থ নানানভাবে লুটপাটের অভিযোগ আসছিল। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা নেই। ফলে এই নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী বছর থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হতে পারে। এটি বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নীতিমালায় যেসব খাতে শিক্ষা ব্যয় যা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে সেগুলো হল-
স্কুলে মাসিক বেতন ও ভর্তি ফি

ঢাকা মহানগর ও তার আশেপাশের এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির মাসিক বেতন ২৫-৪৫ টাকা, জেলা সদর ও পৌর এলাকায় ২০-৪০ টাকা, উপজেলায় ১৫-৩৫ টাকা এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ১২-৩০ টাকা

নির্ধারিত থাকবে। ভর্তির আবেদন ফি পর্যায়ক্রমে ৭৫-২০০ টাকা নির্ধারণ করা হবে। ভর্তি ও পূর্ণ ভর্তি ফি ৩০০ থেকে এক হাজার টাকা ধার্য থাকবে।

ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষাসহ অন্যান্য ফি

প্রাথমিক স্তরে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি নেওয়া যাবে ৩০০-৫০০ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ৬০০-৮০০ টাকা। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি ৫০ টাকা, ম্যাগাজিন ফি ১০০, মুদ্রণ বাবদ ১৫০, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বিতর্ক ও বিভিন্ন দিবস উদযাপনে ৫০ থেকে ৭৫ টাকা, কম্পিউটার চার্জ ২৫ থেকে ৫০ টাকা, কৃষি ও বাগান ফি (যদি থাকে) ৩০ টাকা, কমন রুম ফি ২০ থেকে ৩৫, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি ৫, বিএনসিসি ফি ৫, রেডক্রিসেন্ট ফি ২০, মসজিদ ও উপাসনালয়ের জন্য ২৫ থেকে ৫০ টাকা ধার্য করা থাকবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি

অষ্টম ও নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফি, ব্যবহারিক পত্রের ফি, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি, মূল সনদ ফি শিক্ষা বোর্ড থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এছাড়া স্কাউট ফি, ক্রীড়া, কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফিও নির্ধারণ করে দেবে বোর্ড। উন্নয়ন ফি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী আদায় করা যাবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ব্যয়

কলেজ পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হবে ৮০-১৫০ টাকা, অনলাইন আবেদন, রেজিস্ট্রেশন ফি, উন্নয়ন ফি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। প্রতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ফি ৫০ থেকে ৪০ টাকা আদায় করা হবে।

তবে প্রতি বিষয়ে, ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদ, পরীক্ষা কেন্দ্র, রোভারস্কাউট, ক্রীড়া, রেডক্রিসেন্ট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি, বিএনসিসি ফি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

কলেজে আনুষঙ্গিক ব্যয়

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হবে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। এর বাইরে কল্যাণ ফি বাবদ ২০ টাকা, পরিচয়পত্র ফি ৩০ টাকা, লাইব্রেরি ফি ২৫

টাকা, ল্যাবরেটরি/বিজ্ঞানাগার ফি ১০০ টাকা, আইসিটি ফি ২০ টাকা, ম্যাগাজিন খাতে ৩০ টাকা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ৩০ টাকা, সাংস্কৃতিক, বির্তক ও বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে ৫০ থেকে ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হবে।

হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার: জয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মন্তব্য করেছেন যে, একাত্তরের জামায়াতে ইসলামের মতো করে এখন হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, জাতির পিতার ভাস্কর্য ভেঙে স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা করা হয়েছে। স্বাধীনতার চেতনার ওপর যারা হামলা করবে তাদের রাজাকারদের মতো বিচার করা হবে। এসময় সজীব ওয়াজেদ জয় মৌলবাদী শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

শনিবার রাতে চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে তারা সাহস করেছে জাতির পিতার মূর্তি ভাঙার। তাদের এই সাহস! জাতির জনকের মূর্তির ওপর হামলা করাটা কী? এটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা। আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা কারা করেছে, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তাদেরকে আমরা কী বলি? তাদেকে আমরা কী ডাকি, তাদেরকে আমরা রাজাকার ডাকি। একাত্তরে ছিল জামায়াত আর এখন হেফাজতও সেই নতুন রাজাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ‘

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছি, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নয়নশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি, করে ফেলেছি। তবে এখানে দুঃখের বিষয়, একটি সতর্কতায় আমি শেষ করতে চাই, সেটা হল যে, এক শ্রেণি আছে

আমাদের দেশে তারা ইতোমধ্যে খুব মাথা উঁচু করেছে দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। ‘

আগামীতে ৫-জি ইন্টারনেট চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের যেখানের থ্রি-জি ছিল না সেখানে আমরা এখন ফোর-জি চালু করে দিয়েছি সারা দেশে। আগামী বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে ফাইভ-জি চালু করা। ‘

এর আগে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল : মাওলানা মামুনুল

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা করা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল। প্রাথমিক তদন্তেই তা খারিজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।’ গতকাল বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকারটি নিচে তুলে ধরা হল:

প্রশ্ন: আপনারা দাবি করছেন, ভাস্কর্য ও মূর্তি একই জিনিস…

মামুনুল হক: ইসলামের দৃষ্টিতে ভাস্কর্য ও মূর্তি একই জিনিস। মদিনা সনদের কোথাও ভাস্কর্য ও মূর্তিকে আলাদা বলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের সংগঠনটি একটি সঠিক বিষয়কে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। সরকার

যদি আলেম-উলামাদের বাধা উপেক্ষা করে দোলাইরপাড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করে, তাহলে তারা কিছুই বলবেন না, তবে মনে দুঃখ পাবেন।

প্রশ্ন : আপনার বক্তব্যের কারণেই দেশে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কি অস্বীকার করবেন?
মামুনুল হক: ভাস্কর্য ইস্যুতে সরকারের কাঁধে ভর করে একটি গোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। এখন যারা রাজনীতির মাঠ গরম করছে, তারা আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য ভালো করছে না। কারণ আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর পদপ্রত্যাশীরাই মূলত মাঠে রয়েছে।

ভাস্কর্য ইস্যুতে আমরা বা হেফাজতে ইসলাম সরকার বা কারো প্রতিপক্ষ নয়। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে বেফাক সভাপতির নেতৃত্বে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, বৈঠকে সব সমাধান হয়ে যাবে। এটার সমাধান সরকারই করতে পারে। রাজপথে মোকাবেলার দরকার নেই। প্রচ্ছন্ন হুমকিদাতা অপচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করলেই কোনো সমস্যা হবে না। ইউটিউবে আমার দেওয়া বক্তব্য কাটছাঁট করে প্রচার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন: আপনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে। কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

মামুনুল হক: বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা করা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল। প্রাথমিক তদন্তেই তা খারিজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

প্রশ্ন: জামায়াতের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে। জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথাও বলেছেন।

মামুনুল হক: জামায়াতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো কথাও আমি বলিনি। তবে জামায়াত যদি দুটি বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভুল থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তাদের সাথে যেকোনো দল ঐক্য করতে পারবে। বিষয় দুটি হচ্ছে; জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর বিভিন্ন বক্তব্য ইসলামের মূলভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যটি একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকা। ভবিষ্যতে ইসলামী দলগুলোকে নিয়ে এক ধরনের জোট করার চিন্তা আছে। কারণ ইসলামী

দলগুলো একই বিষয়ে ভিন্নভাবে আন্দোলনে আছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ তো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে আপনাদের রাজনীতি নিয়েই তো প্রশ্ন থাকে।

মামুনুল হক : মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল না। এটি স্বাধীনতার পরে নতুন করে চেতনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা না থাকায় এ দেশের সবাই যুদ্ধে নেমেছিল। শুধু জামায়াতের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে বিষয়টি আনা হয়েছে, তা আমরা সমর্থন করি না।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা তা না করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ইসলামকে ব্যবহার করেছে। এটা ছিল বড় ধরনের একটি প্রতারণা।

প্রশ্ন: আল্লামা শফীর অনুসারীরা হেফাজতের নতুন কমিটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। হেফাজত কি শক্তি নিয়ে টিকে থাকতে পারবে?

মামুনুল হক: আল্লামা শফীর অনুসারী হিসেবে যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা কোনো শক্তিশালী অংশ নয়। তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিও করতে পারেননি। আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীর নেতৃত্বে হেফাজতের সবাই ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

সূত্র: কালের কণ্ঠ